
একক ৯ □ সাংকেতিক চিহ্ন

গঠন

- ৯.১ প্রস্তাবনা
- ৯.২ সাংকেতিক চিহ্ন : গুণ ও ধর্ম
 - ৯.২.১ সংক্ষিপ্ততা
 - ৯.২.২ সংশ্লেষণ
 - ৯.২.৩ গাঠনিক
 - ৯.২.৪ গ্রহণ ক্ষমতা
 - ৯.২.৫ নমনীয়তা
 - ৯.২.৬ স্মৃতি সহায়িকা
- ৯.৩ বর্গীকরণ পদ্ধতি : চিহ্নের বৈচিত্র্য
- ৯.৪ অনুশীলনী
- ৯.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৯.১ প্রস্তাবনা

বর্গীকরণ স্কীমকে বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে হলে সাংকেতিক চিহ্নের গুণ ও ধর্মের বিচার অবশ্য কর্তব্য। এই গুণ ও ধর্ম দুই দলে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম : যা সাংকেতিক চিহ্নের সহজ ব্যবহারকে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয় : বর্গীকরণ স্কীমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এমন কোনো বর্গের জন্য অনন্য একটি সাংকেতিক চিহ্ন নির্দিষ্ট করার আশ্বাস। প্রথমোক্ত দলের বিচারে ভাবতে হয় কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর : কোনো সাংকেতিক চিহ্নের গুচ্ছ ব্যবহৃত হবে ? অর্থাৎ সাংকেতিক চিহ্ন কীভাবে সংগঠিত হবে ? সাংকেতিক চিহ্ন কতটা দীর্ঘ হবে ? সাংকেতিক চিহ্ন কি হবে ক্রমপর্যায়ী বা বংশলতিকার মতো ? এ কি হবে স্মৃতিসহায়ক ? স্কীমের মধ্যে একই বিকল্প অবস্থান কি হবে স্বীকৃত ? কোনো কোনোটির পছন্দের দ্বন্দ্বসংকুল পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। যেমন, বংশলতিকার চঙে বিন্যস্ত সাংকেতিক চিহ্ন পছন্দ করলে সংক্ষিপ্ততার গুণকে বিসর্জন দিতে হবে।

৯.২ সাংকেতিক চিহ্ন : গুণ ও ধর্ম

সাংকেতিক চিহ্ন সংগঠিত হতে পারে সংখ্যা মাধ্যমে, বর্ণ মাধ্যমে কিংবা উভয়েরই ব্যবহারে। যে সাংকেতিক পদ্ধতিতে একই সংকেতগুচ্ছ ব্যবহৃত হয় তাকে বলে অমিশ্র (Pure) সাংকেতিক চিহ্ন। যেখানে সংখ্যা ও বর্ণ বা অন্য সংকেতের অবতারণা হয় সেখানে তাকে বলে মিশ্র (Mixed) সাংকেতিক চিহ্ন। মিশ্র সাংকেতিক চিহ্নে এমন চিহ্নও ব্যবহৃত হতে পারে যার কোনো পূরণবাচক মান নেই। যেমন, : ; “ ” ইত্যাদি। মিশ্র ও অমিশ্র সাংকেতিক চিহ্নের স্বরূপটি এইভাবে বোঝানো যেতে পারে :

এলিজাবেথ নাটক

822.3 (ডি.ডি.সি.)

820-2 “1558/1603” (ইউ.ডি.সি.)

উপরের উদাহরণগুলি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, ডিউই-র সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহারের পক্ষে অন্যদের চেয়ে অনেক সুবিধেজনক। অমিশ্র চিহ্নের ক্রম স্বতঃপ্রকাশক। মিশ্র চিহ্নের সেই সুবিধে নেই। যেমন, ইউ. ডি. সি-র হাইফেন, উদ্ভৃতি চিহ্নে কোনো ক্রমপর্যায়সূচক মান নেই। মিশ্র চিহ্ন স্বতঃপ্রকাশক না হলেও তারও উপযোগিতা আছে। মিশ্র চিহ্নের ভিত্তি দীর্ঘতর। অর্থাৎ অমিশ্র চিহ্নের চেয়ে অনেক বেশি চিহ্নের সংস্থান করা যায়। দীর্ঘভিত্তির সুবিধে এই যে, তা বর্গের জন্য হ্রস্বতর সাংকেতিক চিহ্ন উপহার দিতে পারে।

৯.২.১ সংক্ষিপ্ততা (Brevity)

দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে সংক্ষিপ্ততা : স্কীমে—সাংকেতিক চিহ্নের ভিত্তি স্কীমের বিভিন্ন অংশে সাংকেতিক চিহ্নের বণ্টন। ভিত্তি হল স্কীমের মধ্যে লভ্য চিহ্নগুলি। যেখানে সংখ্যা ব্যবহৃত সেখানে পাওয়া যায় মাত্র দশ, শূন্যকে বাদ দিলে মাত্র নয়টি। আর যেখানে ব্যবহৃত হয় বর্ণ সেখানে ছাব্বিশ। সংখ্যা ও বর্ণ মেশালে হবে পঁয়ত্রিশ (২৬+৯)। সাংকেতিক চিহ্ন দীর্ঘ হয়ে পড়ার এক কারণ হল সারণির মধ্যে চিহ্নাবলীর অপ্রতুল বণ্টন। সেখানে কোনো কোনো অংশে ঘটতে পারে সাংকেতিক চিহ্নের মাত্রাতিরিক্ত সংস্থান। যেমন, ‘ডিউই ডেসিমল ক্লাসিফিকেশন’-এর অষ্টাদশ সংস্করণে তর্কবিদ্যা আর এর উপবিভাগগুলি বিন্যস্ত 160-169 সংখ্যার মধ্যে। পক্ষান্তরে, ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং তার উপবিভাগগুলির জন্য নির্দিষ্ট 621.3। ডিউই-র পদ্ধতিতে তর্কবিদ্যার মাত্র সাতটি উপবিভাগ। ফলে কোনো উপবিভাগের সাংকেতিক চিহ্ন তিন রাশির চেয়ে দীর্ঘ নয়। কিন্তু ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জন্য তিনশো উপবিভাগ থাকায় এর প্রত্যেকটির জন্য ছয় রাশির সাংকেতিক চিহ্ন তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ তর্কবিদ্যার দ্বিগুণ।

৯.২.২ সংশ্লেষণ (Synthesis)

সাংকেতিক চিহ্নাবলীর সংশ্লেষণাত্মক গুণ তাদের সংক্ষিপ্ততাকে ক্ষুণ্ণ করে। সংশ্লেষণাত্মক বর্গীকরণ পদ্ধতিতে সাধারণ সরল বিষয়গুলিকেই সারণিবদ্ধ করা হয়। বর্গীকরণকে প্রয়োজনমতো বিষয়গুলি নির্বাচন করতে হয়, তারপর মেলাতে হয় উল্লেখক্রম অনুযায়ী। অর্থাৎ মিশ্র বিষয়কে নির্দিষ্ট করার জন্য স্বতন্ত্র সরল বিষয়ের সাংকেতিক চিহ্নগুলিকে সংযুক্ত করতে হয়। এতে সাংকেতিক চিহ্নের দীর্ঘীকরণ ঘটে। যেমন, ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি উপন্যাস : 820. “18-31 (ইউ.ডি.সি)।

কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতি থেকে উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে :

পদার্থবিদ্যা C

বিশ্বকোষ K

পদার্থবিদ্যার বিশ্বকোষ Ck

৯.২.৩ গাঠনিক (Structural)

যদি নতুন সংকেত চিহ্ন দ্বারা অধীনস্থ বিষয়গুলিকে ক্রমাগত দ্যোতিত করা হয় তা হলে তাকে বলে ক্রমপর্যায়ী বা হাইআর্কিকাল নোটেশন। কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতি থেকে একটি দৃষ্টান্ত। যেমন,

গাঠনিক	অ-গাঠনিক
B গণিতশাস্ত্র	B
B ₂ বীজগণিত	B ₂
B ₂₅ উচ্চতর বীজগণিত	B ₃
B ₂₅₂ দ্বিরাশিক বীজগণিত	B ₄

এই ধরনের সাংকেতিক চিহ্নকে গাঠনিক বলা হয়। কারণ এর মধ্যে দিয়ে মূল পদ্ধতির গঠন অংশত প্রতিভাত। আর একপ্রকার গাঠনিক সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় প্রকাশক্ষম (Expressive) সাংকেতিক চিহ্ন। ক্রমপর্যায়ী সাংকেতিক চিহ্ন দীর্ঘতর হলেও সুসংবদ্ধ আশ্রাসন সামর্থ্যে সমধিক উপযোগী। তবে এর সবচেয়ে বড়ো সুবিধে হল যে-কোনো মুহূর্তেই এ অনুসন্ধানকে প্রশস্ততর বা সংকীর্ণতর করে ফেলতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্গীকরণের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 1957 সালে লন্ডনের কাছে ডর্কিং শহরে। এই সম্মেলনে ই. জি. কোটন পাঠ করেন তাঁর সুবিখ্যাত 'Notation in Classification' প্রবন্ধটি। একগুচ্ছ সাংকেতিক চিহ্নের জন্য কী কী প্রয়োজন এ মর্মে কোটসের প্রবন্ধ বিশদ। কিন্তু সাংকেতিক চিহ্নের মধ্য দিয়ে ক্রমপর্যায়ী গঠনের প্রতিফলন হবে—এ ধারণা তাঁর প্রবন্ধে সমাদৃত হয়নি। অ-পূরণবাচকতার মূল্যে। আর এরকমটি হলেই যেখানে খুশি নতুন নতুন বিষয়কে যথাযথ স্থানে বিন্যস্ত করা সম্ভব। কোটসের তত্ত্ব পরীক্ষিত হল 1958 সালে 'ব্রিটিশ ক্যাটালগ অব মিউজিক ক্লাসিফিকেশন'-এ।

৯.২.৪ গ্রহণ ক্ষমতা (Hospitality)

সাংকেতিক চিহ্ন সারণির ক্রম নির্দেশ করে। সারণি তো বিষয়ের সুসংবদ্ধ তালিকামাত্র। জ্ঞানের রাজ্য গতিশীল; ফলে সারণিকেও গতিশীল হতে হয়। ক্রমাগত নতুন নতুন বিষয়কে যথাযথ স্থানে বিন্যস্ত করার প্রয়োজন থেকেই যায়। সাংকেতিক চিহ্নকেও সেই কারণে নতুনকে স্থানে করে দেওয়ার জন্য দরাজ হতে হয়। সাংকেতিক চিহ্নের গ্রহণ-ক্ষমতা না থাকলে নতুনকে বরণ করা যায় না। এই গ্রহণ-ক্ষমতা দুরকমের: সারি-মধ্যগত অর্থাৎ সমপদস্থ বিভাগের মধ্যে স্থান সংকুলান। আর, অধীনস্থ বিভাগ অর্থাৎ উপবিভাগের মধ্যে স্থান সংকুলান।

চিহ্নের প্রকাশ-ক্ষমতা এবং গ্রহণ-ক্ষমতার মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। এর নিষ্পত্তির কোনো লক্ষণ এ যাবৎ দেখা যায়নি। গ্রহণ-ক্ষমতা প্রত্যাশা করলে প্রকাশ-ক্ষমতাকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়, আর প্রকাশ সৌষ্ঠব চাইলে হারাতে হবে গ্রহণ-ক্ষমতা। সাংকেতিক চিহ্নের গ্রহণ-ক্ষমতা আনতে গেলে কতকগুলি পদ্ধতি আছে:

1. সংখ্যা বা বর্ণের মধ্যে ব্যবধান রেখে যাওয়া।
2. দশমিক প্রথায় সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহার। ডিউই-র পদ্ধতিতে রয়েছে এর অনিঃশেষ সম্ভাবনা।
3. ফ্যাসেটেড পদ্ধতির সাংকেতিক চিহ্ন যথেষ্ট নমনীয়। সেখানে অনেক উপায়ে প্রসারণের সুযোগ রয়েছে।
4. রঞ্জনাথন সারি সম্প্রসারণের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন। এই উপায়কে তিনি 'সেকটার ডিভাইন' বলে অভিহিত করেছেন। 'কোলন ক্লাসিফিকেশন' অধ্যায়ে এই বিষয়টির আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু চিহ্নের মধ্যে নতুন বিষয়ের প্রক্ষিপ্ততা প্রশ্রয় পায়নি।

5. প্রক্ষিপ্ততা সম্ভব বিষয়ের পুনর্বিন্যাস করা হলে কিন্তু ব্যাপক পুনর্বিন্যাস গ্রন্থাগারিকদের কাছে অত্যন্ত অরুচিকর। রঞ্জনাথন অবশ্য ভিন্নতর কৌশল অবলম্বন করেছেন।

৯.২.৫ নমনীয়তা (Flexibility)

নমনীয়তা সাংকেতিক চিহ্নের একটি মূল্যবান গুণ। কিন্তু খুব কম পদ্ধতির মধ্যেই এই গুণের সংস্থান লক্ষিত হয় এর উদাহরণ দিতে গিয়ে ডিডিসি ও ইউডিসির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। সাংকেতিক চিহ্নকে নমনীয় করে তোলা স্থান ও প্রয়োগ পদ্ধতি বা ফ্যাসেটক্রম অদল বদল করে।

স্থানের বদল :

ডিডিসি-র রাসায়নিকের জীবনীকে 925.4 কিংবা 540.92-তে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। অর্থাৎ রসায়নবর্গের মধ্যে কিংবা জীবনীবর্গের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

ফ্যাসেটক্রম পরিবর্তন :

ইউ.ডি.সি-তে

সাহিত্য—ইংরেজি—19 শতক-কবিতা 820 “18”-1 (ভাষা-কালপর্ব-রূপমাধ্যম)

সাহিত্য—ইংরেজি—কবিতা 820-1 (ভাষা—রূপমাধ্যম) ভাষা—রূপমাধ্যম)

৯.২.৬ স্মৃতি সহায়িকা (Mnemonics)

সাংকেতিক চিহ্নের স্মৃতিসহায়িকা উপকরণ স্মৃতিকে সহজে উদ্দীপিত করতে পারে। তবে চিহ্নের স্মরণসামর্থ্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ নয়। কেননা, সাংকেতিক চিহ্ন সর্বদাই লিখিত হয় এবং লেখা হয়ে গেলেই সেটাই আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

সারা সারণি জুড়ে যদি একই ধারণার জন্য একই সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তবে তাকে রীতিবদ্ধ স্মৃতিসহায়িকা বা সিস্টেমেটিক নিম্নিক। এই স্মৃতিসহায়ক চিহ্ন পদ্ধতির কাঠামো থেকেই উদ্ভূত। ডিডিসি-র সাহিত্য বর্গ থেকে একটি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে : গ্রীক ও লাতিন সাহিত্য বাদ দিলে সমস্ত সাহিত্যের রূপমাধ্যমগুলি যেমন, কবিতা—1, নাটক—2, উপন্যাস—3, রচনা—4, একই সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

বর্গের মাধ্যমে গঠিত সাংকেতিক চিহ্নের মধ্যে দু-ধরনের স্মৃতিসহায়িকা থাকতে পারে : একটি হল আক্ষরিক যেমন, কেমিস্ট্রি—C (বিবলিওগ্রাফিক ক্লাসিফিকেশন), টেকনোলজি—T (লাইব্রেরিস অব্ কংগ্রেস ক্লাসিফিকেশন)। দ্বিতীয়টি হল উচ্চার্য সাংকেতিক চিহ্ন, যেমন, পরীক্ষা—Jib, শিক্ষামণ্ডলী (Fab) (লন্ডন এডুকেশন ক্লাসিফিকেশন)।

সাংকেতিক চিহ্নের প্রসঙ্গটি সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচিত হওয়া প্রয়োজন। উপরের আলোচনায় এই কথাটিই যেন প্রতিপন্ন যে আমরা যা চাই সেই মতোই সাংকেতিক চিহ্ন ভাবপ্রকাশক হয়ে উঠুক। এই প্রসঙ্গে আমাদের কর্তব্য দুটি ; বর্গীকৃত বিন্যাসে সঠিকভাবে যেন সাংকেতিক চিহ্ন ক্রমটিকে প্রকাশ করে আর নতুনকে সঠিক স্থানে যেন বিন্যস্ত করে।

৯.৩ বর্গীকরণ পদ্ধতি : চিহ্নের বৈচিত্র্য

ইন্দো-আরবীয় সংখ্যার ব্যবহারে ডিউই অবলম্বন করেছিলেন দশমিক পদ্ধতি। ইউ ডি সি প্রবর্তন করল কয়েকটি বিচ্ছিন্ন চিহ্ন। বিষয়ের বিভিন্ন সম্পর্কসূত্র তাতে হয়ে উঠল স্বচ্ছ। লাইব্রেরি অব্ কংগ্রেস ঘটাল রোমান বর্গ ও সংখ্যার মিশ্রণ। দুই বর্গ আর তার অনুযায়ী চার সংখ্যা। দশমিক পদ্ধতি সেখানে ব্যবহার করা হল না।

সাংকেতিক চিহ্নাবলীর ক্রমের মধ্যে রাখা হল কিছু কিছু শূন্যস্থান। সেখানে নতুন কোনো বিষয় প্রক্ষিপ্ত করার পথ রইল। হেনরী ইভলীন ব্লিস তাঁর পদ্ধতিতে নিয়ে এলেন দশমিক বিন্দুর বন্ধনে বন্ধ বর্ণমালা। বিশেষ ধরনের সংগ্রহের ক্ষেত্রে রাখলেন ইন্দো-আরবীয় সংখ্যা, যারা ‘Anterior Numerical Classes’ নামে অভিহিত। জেমস ডাফ ব্রাউনও ব্যবহার করলেন রোমান বর্ণ ও আরবীয় সংখ্যা। রঞ্জনাথনের ‘কোলন’ পদ্ধতি প্রবর্তিত হল। সেখানে তিনি ব্যবহার করলেন পূরণবাচক সংখ্যা দ্বারা গঠিত এক কৃত্রিম ভাষা। শুরু হল তাঁর—ভাব, বাক, সংকেত—ত্রিতলীয় ধ্যানধারণা। বিচিত্র চিহ্নের ব্যবহারে সাংকেতিক চিহ্নের মধ্যে মিশ্রণ সৃষ্টির একজন বড়ো সমর্থক হলেন রঞ্জনাথন। মিশ্র সাংকেতিক চিহ্ন নিঃসন্দেহে সংক্ষিপ্ততা ও পরিবর্তনীয়তার আশ্বাসে উজ্জ্বল। কিন্তু আধুনিক প্রবণতা হলে পরিবর্তনীয়তার গুণকে বজায় রেখে সরলীকরণের দিকে।

কোনো বর্গীকরণ পদ্ধতির সর্বজনগ্রাহ্যতা অনেকাংশেই নির্ভর করে সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহারে সরলতার গুণটি যথাযথ থাকলে। বর্গীকরণ পদ্ধতি যতই উচ্চাঙ্গের হোক না কেন সাংকেতিক চিহ্নের দুরূহতা সর্বসময়েই ছড়ায় বিকর্ষণী উত্তাপ। ভাবতে অবাক লাগে, আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে আকর্ষণীয় করে তোলার মর্মে খুব কমই গবেষণা হয়েছে। তাত্ত্বিক আলোচনায় এ ব্যাপারটি অবহেলিত নয়। সেখানে সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহার্যতা ও স্মৃতিপথে ভাসিয়ে তোলার সামর্থ্য নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। অথচ গ্রন্থবর্গীকরণের প্রয়োগক্ষেত্রে সাংকেতিক চিহ্নের এই গুণাবলী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা আশ্চর্যভাবে নীরব নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন।

৯.৪ অনুশীলনী

- ১। সাংকেতিক চিহ্নের কাম্য গুণাবলী ব্যাখ্যা করুন।
- ২। সাংকেতিক চিহ্নের পারস্পরিক দ্বন্দ্বযুক্ত গুণাবলী আলোচ্য করুন।
- ৩। সাংকেতিক চিহ্নের সবথেকে প্রয়োজনীয় গুণটি কী ?
- ৪। রঞ্জনাথন কোন্ জাতীয় সাংকেতিক চিহ্নের সমর্থক ?

৯.৫ গ্রন্থপঞ্জি

1. Langridge, D. W. : Classification : its kinds, elements, systems and applications, Bowker Sour, 1992.
2. Ranganathan, S. R. : Prolegomena to library classification. 3rd ed., Bombay, Asia Publishing House, 1967.